

গণভোট-২০২৬ (REFERENDUM)

মোঃ আরিফুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাচন অফিসার
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

গণভোট
(REFERENDUM):
ধারণা ও প্রেক্ষাপট

- গণভোট (Referendum) হলো এমন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেখানে জনগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন ও রাজনৈতিক সংস্কারে গণভোট আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি।

গণভোটের গণতান্ত্রিক গুরুত্ব

- জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটায়
- রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনমতের বৈধতা নিশ্চিত করে
- রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনে সহায়তা করে
- ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে

বাংলাদেশে গণভোটের ইতিহাস: সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৭ ও ১৯৮৫ সালের গণভোট ছিল প্রশাসনিক এবং ১৯৯১ সালের গণভোট ছিল সাংবিধানিক।

প্রথম গণভোট (১৯৭৭)

- রাষ্ট্রপতি: জিয়াউর রহমান
- তারিখ: ৩০ মে ১৯৭৭
- উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসনকার্যের বৈধতা অর্জন
- ভোটার উপস্থিতি: প্রায় ৮৮%
- হ্যাঁ ভোট: ৯৮.৯%

দ্বিতীয় গণভোট (১৯৮৫)

- রাষ্ট্রপতি: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ
- তারিখ: ২১ মার্চ ১৯৮৫
- উদ্দেশ্য: নীতি ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রতি জনগণের আস্থা যাচাই
- পদ্ধতি: হ্যাঁ(৯৪.৫%) / না(৫.৫%) ভোট

তৃতীয় গণভোট (১৯৯১)

- তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- ধরন: সাংবিধানিক গণভোট
- উদ্দেশ্য: রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা বাতিল করে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন
- পদ্ধতি: হ্যাঁ(৮৪%) / না(১৬%) ভোট

প্রস্তাবিত গণভোট: মূল প্রশ্ন

- জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সম্মতি আছে কি না—এই প্রশ্নের মাধ্যমে একক গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

**“আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫
এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত
নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?”; (হ্যাঁ/না)**

- (ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।
- (খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।
- (গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।
- (ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

হ্যাঁ	
না	

(ভোট প্রদানের জন্য উপরের যে কোনো একটিতে সিল দিন)



বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
www.ecs.gov.bd

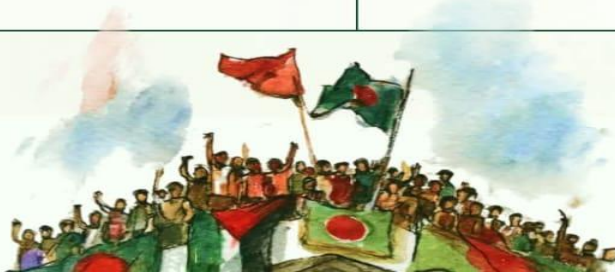
f @BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS

জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ



জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার স্বীকৃতি নেই	রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। অন্য সব মাতৃভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে
সংবিধান সংশোধনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, গণভোট লাগে না	সংবিধান সংশোধনে নিম্নকক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তনসহ কয়েকটায় গণভোট লাগবে
প্রধানমন্ত্রীর জরুরি অবস্থা জারির ক্ষমতা	জরুরি অবস্থা জারিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাগবে, যেখানে বিরোধীদলীয় নেতাও থাকবে
এক ব্যক্তি যত বছর ইচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা	এক ব্যক্তি পুরো জীবনে ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবে না
বর্তমান সংসদ এক-কক্ষবিশিষ্ট	সংসদ হবে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, যেখানে উচ্চকক্ষে থাকবে ১০০ আসন



জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
আইন থাকলেও নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ হয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে	স্পিকার, বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও আপিল বিভাগ প্রভৃতির সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ
পিএসসিতে নিয়োগ দেন প্রধানমন্ত্রী	স্পিকার ও চিফ জুইফ, বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার ও চিফ জুইফ, বিরোধীদলীয় প্রতিনিধি প্রভৃতির সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে পিএসসিতে নিয়োগ
মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ দেন প্রধানমন্ত্রী	বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার, সরকারি দলের নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা প্রভৃতির সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ
আইন থাকলেও দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে	দুদককে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া এবং সরকার ও বিরোধী দলের প্রতিনিধি প্রভৃতির সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ
সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সরকারের অনুমোদন	সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সরকারের অনুমোদন লাগবে না দুদকের

জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন
বর্তমানে সংসদে পিআর পদ্ধতি নেই	উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিতে আসন বণ্টন হবে
ডেপুটি স্পিকার সরকারি দল থেকে	ডেপুটি স্পিকার বাধ্যতামূলকভাবে বিরোধী দল থেকে
এমপিরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিলে সদস্য পদ বাতিল	বাজেট ও আস্থা বিল ছাড়া অন্য সব বিষয়ে এমপিরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে
বিদেশের সঙ্গে চুক্তিতে সংসদের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই	রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তিতে সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদন লাগবে



জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
এক ও ৭খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান রহিত করলে সর্বোচ্চ শাস্তি	সংবিধানের এক ও ৭খ অনুচ্ছেদ বিলোপ
রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতাবলে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারে	রাষ্ট্রপতি নিজ ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই ব্যাংকের গভর্নর ছাড়াও প্রেস কাউন্সিল, তথ্য কমিশন ও আইন কমিশন প্রভৃতির চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে পারবে
সরকারের অনুমোদনে যে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন রাষ্ট্রপতি	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্মতিতেই অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি
সরকারের অনুরোধে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজন করে ইসি	স্থানীয় নির্বাচনের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে ইসিকে দেওয়া
জনপ্রতিনিধিরা শুধু নির্বাচনের সময় সম্পদের হিসাব দেন	জনপ্রতিনিধিরা প্রতিবছর সম্পদের হিসাব দিবেন, যা ওয়েবসাইটে থাকবে

জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
আইনজীবী সংগঠন সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত	আইনজীবী সংগঠন দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকা
এখন বিভাগ আছে ৮টি	কুমিল্লা ও ফরিদপুর বিভাগ করা
কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আছে	কালো টাকা সাদা করার সুযোগ চিরতরে বন্ধের আইন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি দুদকের আওতাভুক্ত নয়	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অপরাধ ও দুর্নীতিকে দুদকের আওতায় আনা
স্বাধীন পুলিশ কমিশন নেই	বিচারপতি, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা প্রভৃতির সমন্বয়ে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন

জুলাই সনদ: প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

এখন আছে ❌	চূড়ান্ত প্রস্তাব ✔️
রাষ্ট্রপতি যে কাউকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারে	আপিল বিভাগ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে	প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগ
বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের বিধান সংবিধানে নেই	বিচারপতি নিয়োগ কমিশনের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে
আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট শুধু ঢাকায়	প্রত্যেক বিভাগে হাইকোর্টের এক বা একাধিক বেঞ্চ স্থাপন
বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই	বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা



প্রস্তাব (ক): সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গঠন

- নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই জাতীয় সনদে নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী গঠন করা বাধ্যতামূলক হবে।

প্রস্তাব (খ): দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ

- জাতীয় সংসদ হবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট।
- উচ্চকক্ষে ১০০ সদস্য থাকবে, যারা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন।
- সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের অনুমোদন বাধ্যতামূলক হবে।

প্রস্তাব (গ): জাতীয় ঐকমত্যভিত্তিক সংস্কার

- সংসদের নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্যসহ মোট ৩০টি বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হবে।

প্রস্তাব (ঘ): রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা

- জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে ভবিষ্যৎ সরকার বাধ্য থাকবে।

ভোট প্রদানের কাঠামো

- ভোট ব্যালটে একটি মাত্র প্রশ্ন থাকবে।
- ভোটার 'হ্যাঁ' অথবা 'না'—এই দুটি বিকল্পের একটি নির্বাচন করবেন।

উপসংহার

- এই প্রস্তাবিত গণভোট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্কারে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এটি একটি জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

ধন্যবাদ